ক্রমেই লোক বাড়তে লাগলো।

মালদহের এক দাদা আজ বাড়ী ফিরে যাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বিদায় নিতে এসেছেন। তিনি করুণ কণ্ঠে বললেন—বাবা! আজ বাড়ী যেতে হবে, কিন্তু আপনাকে ছেড়ে, এ আনন্দধাম ছেড়ে যেতে মন আমার সরছে না। সংসারে অনেক শোক-তাপ-দাগা পেয়েছি, অকৃত্রিম ভালবাসা আর কোথাও পাইনি, এক আপনার কাছে ছাড়া (বলতে-বলতে ভদ্রলোক কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন)।

—লক্ষ্মী আমার! কাঁদো না। পরমপিতার নাম কর। সুখে থাক। যখন ফাঁক পাও, চ'লে আ'সো। কাছেই তো।—আদরের সুরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হাসলেন। বললেন—তোমাদের ওখানে খুব ভাল আম পাওয়া যায়, তাই না?

উক্ত দাদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমের সময় কিছু ভাল আম পাঠিও।......কি রে ইয়াদালি, ফজলি খাবু নাকি? (ইয়াদালি অদূরে দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছিল)।

ইয়াদালি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বুঝতে না পেরে প্রশ্নসূচকভাবে বললো—জে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফজলি, ফজলি......ফজলি আম খাবু?

ইয়াদালি একগাল হেসে সম্মতি জানালো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন না কিন্তু। সময় আসুক। যদি পরমপিতা জোগান। এই ভাইয়ের বাড়ীতে ভাল-ভাল ফজলি হয়, সময়মত পাঠাবে বলছে।

ইয়াদালি—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখের এই আদেশ পেয়ে ভদ্রলোক খুশি হ'য়ে উঠলেন। চোখ-মুখের বিষণ্ণভাব বদলে গেল, আনন্দদীপ্ত মুখশ্রী নিয়ে আর একবার প্রণাম ক'রে তিনি বিদায় নিলেন। ভদ্রলোক অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যখন চ'লে যায়, আমারও মনটা তখন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। মানুষ যত আসে, যত কাছে থাকে, ততই আমার ভাল লাগে। যেখানে যত মানুষ আছে, সবাই আসে, সকলে মিলে একত্র গুলতানি করতে পারি, আনন্দ করতে পারি, তাহ'লে বেশ হয়।

ঈষদাদা—ইষ্টভৃতির অঙ্গ হিসাবে ইষ্ট, ইষ্টভ্রাতা ও ভূতগণের জন্য তিনটে আলাদা নৈবেদ্য রোজ বাস্তবভাবে নিবেদন করলে আমার মনে হয় ইষ্টভৃতি ঠিক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভ্রাতৃভোজ্য ও ভূতভোজ্যও উৎসর্গ করতে হবে ইষ্টপ্রীতিকে লক্ষ্য

ক'রে, সবটা মিলে integrated (সংহত) একটা জিনিস। নিজের ভরণের কথা ভাববার আগে আমরা ভাবব আমাদের ইষ্ট, গুরুজন, গুরুভ্রাতা ও ভূতগণের ভরণের কথা, ও বাস্তবভাবে যেজন্য যতটা পারি করব। এর ভিতর-দিয়েই আমাদের মগজে ঢোকে যে, ইষ্টসেবা ও ইষ্টার্থে পরিবেশের সেবাই আমাদের জীবনে মুখ্য। এই চিন্তাটা যদি আমাদের মাথায় ও আচরণে ঢোকে, তাহ'লে কিন্তু দারিদ্র্য, অযোগ্যতা ও অলক্ষ্মী আর সেখানে ঠাঁই পায় না। ইষ্টভৃতি তাই ধর্ম্মের অর্থাৎ জীবন-বৃদ্ধির একটা corner stone (প্রধান ভিত্তি-প্রস্তর)। ইষ্টভৃতি হিসাবে নিত্য ভোজ্য বা নৈবেদ্য উৎসর্গ করাই বিধি। তবে তা' রাখা এবং ঐ জিনিসই মাসান্তে ইষ্টস্থানে পেঁছে দেবার বাস্তব অসুবিধা আছে। তাই ভোজ্যের অনুকল্পে পয়সা রাখা চলে।

ইষ্টভৃতি করার সময় নিত্য ইষ্টভৃতি, ভূতভোজ্য ও ভ্রাতৃভোজ্য যদি আলাদা-আলাদা ক'রে আলাদা তিনটে কৌটায় বা ন্যাকড়ায় বেঁধে earmark (চিহ্নিত) ক'রে রাখ, তা'তেও কোন দোষ নেই। সারা মাসে যে-বাবদ যেমন নিবেদিত হ'লো, সেই অনুযায়ী মাসের শেষে দেবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে ইষ্টভরণই মুখ্য, ঐটেই গুঁড়ি, ভূতভোজ্য ও ভ্রাতৃভোজ্য ওরই শাখা। শুধু ভূতভোজ্য বা ভ্রাতৃভোজ্যের কোন দাম নেই, যদি একজন ইষ্টভৃতি না করে। ইষ্টভৃতির আনুষঙ্গিক হিসাবেই ভূতভোজ্য ও ভ্রাতৃভোজ্য। অবশ্য, ইষ্টভৃতির পূর্ণাঙ্গতার জন্য ভূতভোজ্য ও ভ্রাতৃভোজ্য অবশ্য দেয়। তিনটি আলাদা নৈবেদ্য উৎসর্গ করার প্রসঙ্গেই আমি এত কথা বলছি। আলাদা নিবেদন করা যেতে পারে ব'লে কেউ যেন মনে না ক'রে যে ঐগুলি তুল্য মূল্যের। আলাদা হ'লেও আলাদা নয়, সবটা মিলে ইষ্টভৃতি পূর্ণ হয়, এই যা' কথা। এবং ভ্রাতৃভোজ্য ও ভূতভোজ্য, ইষ্টভৃতি ও ইষ্টপ্রীতিকেই লক্ষ্য ক'রে। প্রত্যেক ৩০ দিনের দিন দক্ষিণা ও সংগঠনী-সহ ইষ্টভৃতি দেওয়াই বিধি। আগে ইষ্টভৃতি দিয়ে বা পাঠিয়ে তারপর ভ্রাতৃভোজ্য ও ভূতভোজ্য দানের কথা। আবার, কেউ যদি ভ্রাতৃভোজ্য ও ভূতভোজ্য রোজ না রাখে, এবং মাসের শেষে নিবেদিত ইষ্টার্ঘ্য পুরোপুরি ইষ্টস্থানে পাঠিয়ে আলাদা ক'রে ঐটে দেয়, তাহ'লেও চলতে পারে। পরিবেশের সেবার ব্যাপারে আমরা যেন এই concentric (সুকেন্দ্রিক) ধাঁজটা অক্ষুণ্ণ রাখি। তাকেই বলে ইষ্টপ্রাণ সেবা। তার মাধ্যমেই মানুষকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলা যায়, ইষ্টপ্রাণ ক'রে তোলা যায়। তা'তেই মানুষ ত'রে যায়। নচেৎ মানুষের বৃত্তিতে তেল মালিস করাই সার হয়। তুমি নিজেকে উজাড় ক'রে দিয়েও কারও সত্যিকার কিছু করতে পার না। তোমাকে সবাই exploit (শোষণ) করতে সুরু ক'রে দেয়, নিজেদের প্রবৃত্তি-পোষণের জন্য। তা'তে নিজের ও অন্যের খারাপ

ছাড়া ভাল কিছু হয় না। ওতে তারাই যোগ্য হয় না, শক্তিমান হয় না, সুনিয়ন্ত্রিত হয় না।

কেষ্টদা—ইষ্টভৃতি ভাল ক'রে পালন যারা করে, তারা এই যুদ্ধে বোমা চাপা পড়বে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না পড়াই সম্ভব। ভাল ক'রে কিছুদিন এ-সব করলে একটা intuition (অন্তর্দৃষ্টি) develop করে (বিকশিত হয়), তার দরুন আগে থাকতে টের পেয়ে সাবধান হ'তে পারে। James (জেমস্) কী বলেছে তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর ইঙ্গিত করতেই কেষ্টদার বাড়ী থেকে প্রফুল্ল উইলিয়ম জেমসের Selected Papers (নির্ব্বাচিত নিবন্ধরাজি) বইখানি নিয়ে আসলেন।

কেষ্টদা সেই বই থেকে পড়লেন—Keep the faculty of effort alive in you by a little gratuitous exercise everyday. That is, be systematically ascetic or heroic in little unnecessary points, do everyday or two something for no other reason than that you would rather not do it, so that when the hour of dire need draws nigh, it may find you not unnerved and untrained to stand the test. Asceticism of this sort is like the insurance which a man pays on his house and goods. The tax does him no good at the time, and possibly may never bring him a return. But if the fire does come, his having paid it will be his salvation from ruin. So with the man who has inured himself to habits of concentrated attention, energetic volition and self-denial in unnecessary things. He will stand like a tower, when everything rocks around him, and when his softer fellow-mortals are winnowed like chaff in the blast. অর্থাৎ, মানুষ যদি স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহে নিত্য তপস্যা-পরায়ণ হয়, শুভার্থে উৎসর্গপরায়ণ হয়, তবে ঐ তপপ্রাণতায় তার মধ্যে এমন শক্তি সঞ্চিত হয় যে, তার বলে সে হেলায় বহু বিপদ, আপদ ও দুর্দ্দৈবকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে। যাদের অমনতর তপসঞ্জাত শক্তি নেই, তারা অমনতর অবস্থায় প'ড়ে ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ২/৩ মিনিটের মধ্যে পর-পর কয়েকজনকে কয়েকটি কথা বললেন—

—বীরেনদা! এখন কুলেখাড়া পাওয়া যায় না? রোজ যদি জোগাড় করতে

পারেন খুব ভাল হয়। আমাদের সবটির লিভার খারাপ। কুলেখাড়া পালি কুলেখাড়ার ঝোল খেয়ে দেখতাম কিছুদিন।

বীরেনদা—চেষ্টা করব। বোধ হয় পাওয়া যাবে।

—বঙ্কিম! আর দুটো ডে-লাইট আনিয়ে দিবি? সামনে কন্‌ফারেন্স আসছে, তখন আরো আলোর দরকার হবে। দুটো-একটা হাতে থাকা ভাল, কোন্ সময় কোন্‌টা নষ্ট হ'য়ে যায় ?

বঙ্কিমদা—আচ্ছা। সে তো কলকাতা ছাড়া সুবিধা হবে না।

—আরে, মন করলি কাউকে পাঠায়েই তো দেওয়া যায়। আজ যাবে, কাল নিয়ে চ'লে আসবে।

বঙ্কিমদা—দেখি।

—তাড়াতাড়ি আ'নে দাও মণি!······আর ফিলানথ্রপীর বিল্ডিংয়ের জন্য ই'ট কত লাগবে হিসাব করিছ নাকি ?

বঙ্কিমদা—এখনও হিসাব করিনি।

—কয়লা পাওয়া গেলি নিজেরাই ই'ট কাটা যেত। ই'ট কাটার কি যুগই গেছে। এখন এ তো সামান্য ব্যাপার। আর, প্রকাশকে ব'লে দিও, সিমেণ্টের পারমিট যা'তে পাওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা যেন করে।

ভগীরথদাকে বললেন—চারিদিকে জ্বর-জ্বারি হ'চ্ছে, ভাল কুইনাইন্ কিন্তু জোগাড় রাখিস্!

ভগীরথদা—আজকাল যে ভাল জিনিস পাওয়াই মুশকিল।

—তোর আবার আটকায় নাকি ?—স্নেহল কণ্ঠে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

উমাদা এসে দাঁড়াতেই বললেন—তোর মা আজ কেমন ?

উমাদা—সর্দ্দি আগের থেকে কম।

—ওষুধ ঠিক মত দিস্।

মায়েদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন। এইবার নিস্তারিণীমা আসলেন। নিস্তারিণীমা এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর চোখ টিপে ইশারায় কি যেন বললেন।

নিস্তারিণীমার মুখে একটা রহস্যজনক হাসির রেখা ফুটে উঠলো—ভিতরে-ভিতরে কি যেন কৌতুককর মতলব আঁটছেন। এইবার তা'তে আরো জোর বাঁধলো।

হরিপদদা তামাক সেজে দিয়েছেন। তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশি আসলো। কাশতে-কাশতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। পরে বললেন—তামাকটা বড় কড়া হ'য়ে গেছে। আর-একটু জল দিয়ে ভাল ক'রে ড'লে